মাণিকজোড়।

(প্রহসন।)

শ্রীকানাইলাল শীল প্রণীত।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
কলিকাতা—১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে,
শীল এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

পঞ্চানন প্রেস।
কলিকাতা,—২৫।৩ নং তারক চট্টোপাধ্যায়ের লেন,
কে, এল, শীল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৯ সাল।

[মূল্য ।/০ আনা।

নূতন গীতাভিনয় !　　　　নূতন গীতাভিনয় !!

শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর যশ প্রণীত—

সুধন্বা-সংহার

বা

হংসধ্বজের মহামুক্তি গীতাভিনয়।

["আর্য্য-সঙ্গীত সমাজ" কর্ত্তৃক দক্ষতার সহিত অভিনীত।]

(মূল্য ডাকমাশুল সহ ১।০ দেড় টাকা।)

উপহার—

১। আক্কেল গুড়ুম [প্রহসন।]

২। মজা-না-সাজা [প্রহসন।]

বিক্রেতা—শ্রীকানাইলাল শীল।

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—কলিকাতা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

মোহিনীমোহন	...	জনৈক ভদ্রলোক।
হারাণ	...	ঐ কুপথগামী শ্যালক।
প্যালারাম	...	জনৈক মাতাল।
ঘটক	...	ঐ ঘটকালি ব্যবসায়ী

ঘটকগণ, বৈষ্ণব, পাহারাওয়ালা, সরাপওয়ালা
ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

বিরজা	...	মোহিনীর স্ত্রী।
গজগামিনী	...	প্যালারামের স্ত্রী।
ফুকুলী	...	প্যালারামের কন্যা।
হরিমতী	...	জনৈক গোয়ালিনী।

ঘটকী, বৈষ্ণবী, ইত্যাদি।

মাণিকজোড়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মোহিনীমোহনের বহির্ব্বাটী।

মোহিনী। কত জায়গায় ঘুরে এলুম, অলি গলি খুঁজে খুঁজে হাল্লাক্ হলুম, পালার চুণের টিকিও দেখতে পেলাম না। কিছু বলবারও যো নেই; এখনই গিন্নির মুখ তোলো হাঁড়ি হবে। দেখি, চাকরটাকে পাঠিয়েছে, সে যদি কোনও সন্ধান পায়!

(বিরজার প্রবেশ।)

ওগো। তোমার গুণধর ভাই নির্ঘাত ডুব মেরেছে।

বিরজা। ষাট্ ষাট্। আহা, দুটী অন্নের জন্যে বাছা কত

গালই খাচ্ছে। তা গাল দিতে হয় আমায় দাও, সে তোমার কি ক'রেছে! ছুটী খেতে দাও, তা লোকে তো পরকেও অমন দেয়!

মোহিনী। আবার গাল দিলুম কখন! সোজা পথে বুঝি চোল্‌তে জানোনা। তোমার ভাইকে কি আমি অযত্ন ক'চ্ছি না, খেতে দিই ব'লে কিছু বল্‌ছি!

বিরজা। তা বাকীই বা রাখছো কি? এই তো বল্লে নির্ঘাত ডুবে মরেছে। আমার যত জ্বালা। বাপ মা থাকলে কি আর তোমার কাছে আসতো, না তোমার গালাগাল খেয়ে থাক্‌তো?

মোহিনী। ঘাট্‌ হ'য়েছে, এখন ক্ষমা দাও।

বিরজা। আমার নাড়ীর টান, তাই মন পুড়ছে। বাছা আজ ছুদিন নিরুদ্দেশ, এমন কেউ নেই যে একবার খোঁজ নেয়। (চ'ক্ষে বস্ত্র দিয়া ক্রন্দনস্বরে) আজ যদি বাবা থাক্‌তেন তাহ'লে ভাইটার এমন দুর্দ্দশা হোত? আহা দুধের ছেলে কত কষ্টই পাচ্ছে।

মোহিনী। খুঁজতে তো কসুর করিনি। অলি, গলি, আড্ডা, আখড়া, তন্ন তন্ন কোরে খুঁজে এলুম। আর এ রকম নিরুদ্দেশ তো আজ নতুন নয়। মাসের মধ্যে পনর দিন তোমার ভায়া নিরুদ্দেশ হ'য়ে যায়। কাঁহাতক খুঁজবো বল দিখিন্‌।

বিরজা। খুঁজোনা, খুঁজোনা, খোঁজ যদি তোমার দিব্বি। তার বরাতে যা থাকে তাই হবে।

[বেগে বিরজার প্রস্থান।

মোহিনী। মহা মুস্কিল! খুঁজেও শালাকে পাইনি, না খুঁজলেও

গিন্নির হাতে নিস্তার থাকবেনা। এই যে রাগ ক'রে স্বস্-ফরিয়ে প্রস্থান কল্লেন, লঙ্কাকাণ্ড হ'য়ে তবে এ রাগ থামবে। দেখি, ফের খুঁজে দেখি, গুণধর কোথায় গেলেন।

[মোহিনীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(পাঁচু দত্তের গলির মোড়)

(জনৈক বৈষ্ণবীর প্রবেশ ও গীত।)

আমি কাটি রসকলি, করি জলকেলি,
নবদ্বীপে করি বসতি।
আমরা হরি-নাম গাই, ভিক্ষা ক'রে খাই,
গৌর নিতাই দুভাই মোদের পতি ॥
আমরা ভেক নিয়ে হ'য়েছি বৈষ্ণবী,
দিনরাত নামের মালা জপি,
কৃষ্ণনামে রহে সদা আমাদের মতি ॥

(মত্ত অবস্থায় টলিতে টলিতে হারাণের প্রবেশ ও গীত।)

পা টলে মাথা টলেনা এ তো বড় মজা,
গয়লানী সই আমার রাণী আমি তার রাজা।
দিনের বেলা হই ফকীর,
রাত্রে সাজি মাণিকপীর,
শ্মশানেতে সাধু সাজি মনের সাধে টানি গাঁজা॥

হারাণ। বষ্টুমী দিদি, পকেটে দেশালাই আছে নাকি ?

বৈষ্ণবী। হাঁ আছে বৈকি, নৈলে তোমার মুখে আগুণ দোব কি ক'রে ?

হারাণ। ওলো, বষ্টুমী-লো প্রাণ তুই মেরি জান্, সত্যি কিনা মাইডিয়ার দিদি বষ্টুমী ?

বৈষ্ণবী। সর—সর রসিকতা করবার জায়গা ঢের আছে।

হারাণ। বেতালা গেয়োনা বাবা বষ্টুমী। ধ'রে নিয়ে যাবে। পা টলিয়েছ কি বাবা অমনি ধরেছে। আমি দশ দশ বার ফাইন্ দিইছি কিন্তু বাবা বষ্টুমী দিদি, কখন তোমার মত কাঁচা মাতাল হইনি।

বৈষ্ণবী। পথ ছাড়্ ব'লছি, নইলে টের পাবে।

হারাণ। তোরে কাঁচা খেয়ে ফেলবো বষ্টুমী দিদি। সরবৎ ক'রে চুমুক দিয়ে খাব। ঘুঘনি দানার মত ভেজে খাব বাবা। (হাঁ করিয়া বৈষ্ণবীর সম্মুখে গমন।)

বৈষ্ণবী। ওরে বাবারে মাতালে ধ'ল্লে—রে বাবা।

(বৈষ্ণবের প্রবেশ।)

বৈষ্ণব। ওরে আলাব পুতি, আমার বষ্টুমীরে বৈটকরা করবার লাগছো, সড়কের অন্দরে, বেইজ্জৎ করতিছ আল্লা। উয়ার মাথার থাগী নেই বটে। আ-লা—(হারাণকে জড়াইয়া ধবণ)

হাবাণ। তিলকধারী প্রাণ, কুস্তি ক'ত্তে এসেছ। এসো বাবা।

(বৈষ্ণবকে ভূতলে নিক্ষেপ।)

বৈষ্ণব। পাহারাদার ভাই—পাহারাদাব ভাই, মাতাল খুন কোর্‌ছে, একদম্ নিকাশ কোর্‌ছে।

(পাহারাওলার প্রবেশ।)

পাহা। আরে কোন চিল্লাতা হ্যায়। কেয়া হুয়া হ্যায়বে। আরে এই ম্যাতোয়ালা। (হারাণের হস্ত ধারণ।)

বৈষ্ণব। পাহারাদার বাবা, ওই আদমী হামাকে দাক্কা দিয়া দফা নিকাশ করতা হ্যায় বাবা, আমার পৃষ্ঠদেশ বগ্ন হইবার উপক্রম হইচে বাবা। রইক্ষা করেন বাবা, রইক্ষা করেন।

পাহা। আওর কেয়া কিয়া হ্যায়।

বৈষ্ণব। আর আমাগোর বৈষ্ণবীরে বৈইটকিরা করছে। বৈষ্ণবী আমার পূর্ব্ববঙ্গীয়া নয়, কলকেত্তিয়া।

পাহা। বৈষ্ণবী কোন্ হ্যায়, তেরা রেণ্ডি ?

বৈষ্ণব। রাম কহেন, রাম কহেন, রেণ্ডি ক্যান্ অইবেন ? ভ্যাক লইয়া বৈষ্ণবী অইচেন।

হাবাণ। (জড়িতস্বরে) পা-হারাওলা—দা—দা, মুত পেয়েছে।

পাহা। কেয়া, পিসাব করেগা ?

হারাণ। করেগা।

পাহা। ভাগ যায় তব্ ?

হারাণ। হাম গির পড়্‌তা। (শয়ন করিয়া বমি করণ)। ওয়াক্ ওয়াক্, ঝোগা লে আও।

বৈষ্ণব। মৃত্যু অইল—আলার মৃত্যু অইল্ল। এহান হইতে যাওয়া কর্ত্তব্য আইচে।

[বৈষ্ণবের প্রস্থান।

(মোহিনীর প্রবেশ।)

মোহিনী। আর কোথায় খুঁজবো ? শালার তো এইখানে আড্ডা। আর পারিনি বাবা।

হারাণ। বোনাই বাবু, ওয়াক্ ওয়াক্।

মোহিনী। এই ভাগাড়ে পড়ে আছিস্ শালা। যা চুলোয় যা। দশ—দশ বার ফাইন্ দিয়েছি যা শালা জেলে পচ্‌গে যা। শালা ছোট লোক।

হারাণ। কি বাবা বোনাই বাবু, তুমি দিদির ভাতার হ'য়ে আমাকে ছোটলোক বোলচো ? আচ্ছা, মজা টের পাওয়াব বাবা।

মোহিনী। খুব মজা দেখাচ্ছিস শালা মাতাল। ফের যদি মদ খাবি, তোকে বাড়ী ছাড়া কোরবো।

হারাণ। মদ ছাড়া, আর—বাড়ী ছাড়া, এর কোনটা ভালো বোনাই বাবু ?

পাহারা। এ আপকো কোন্ হায় বাবু ?

হারাণ। উন্‌কা পিসিমাকা ভাতার হায়। পিসে মশাই হায়।

পাহারা। চুপ—রও তোম্।

হারাণ। (পাহারাওয়ালার হাতে বমি করিয়া দেওন।) ওয়াক্।

পাহারা। এ রাম রাম। শালা হাতমে বমি কর্ দিয়া, ছোড় ছোড় শালা। (হাত ছাড়িয়া দেওন।)

হারাণ। আসামী ভাগল্বা। (দৌড়িয়া পলায়ন।)

মোহিনী। চুলোয় যা শালা নিমতলার ঘাটে যা।

[মোহিনীর প্রস্থান।

পাহারা। ভাগা, শালা ভাগা।

[পাহারাওয়ালার প্রস্থান।



তৃতীয় দৃশ্য।

(হরিমতী গোয়ালিনীর বাড়ী।)

হরিমতীর গীত।

আমার দুধ যেন বটের আটা,
বাঁট থেকে দুয়ে আনা জল নাই এক ফোঁটা।
টাটকা খেলে গায়ে বাড়ে বল
জ্বাল দিলে হয় রাবড়ী মালাই,
ঘন হয় তরল,
এ দুধের সোয়াদ যে না বোঝে
নিতান্ত তার কপাল ফাটা॥

(হারাণের প্রবেশ।)

হরি। কি সোণার চাঁদ, কি মনে ক'রে?

হারাণ। গয়লানী সই, একবার পিয়োবো।

হরি। আহা, বাছার গলা শুকিয়ে উঠেছে। কোন গহ্বর থেকে আসা হ'চ্ছে এখন ?

হারাণ। চিৎপুর রোডে চিৎ হ'যে পড়েছিলাম। পাহারওয়ালার হাতে বমি ক'রে দিতে যেমন ছেড়ে দেওয়া, অমনি ভোঁ দৌড়। রোনাই বাবু খুঁজতে খুঁজতে এসে ধরে ছিলো, শালা আমার দৌড় দেখে হতভম্ব হ'যে ফিরে গেল।

হরি। যা যা, এখানে জায়গা হবেনা। তোকে জায়গা দিয়ে কি হাতে দড়ী পড়বার যোগাড় কোর্ব্বো ?

হারাণ। তোর পায়ে ধরি সই। জমায়েৎ নেশা, এখন বাড়ী গেলে দিদিমণি খ্যাংরা ঝাড়্বে।

হরি। তুই চুলোয় যা আমার কি ?

হারাণ। এত বড় কথাটা বল্লি গয়লানী সই ? তোর কত খদ্দের যোগাড় ক'রে দিইছি, খানাপুকুরের জল ঢেলে তোর দুধ বাড়িয়ে দিইছি। এখন এত বড় কথাটা বল্লি ?

হরি। আচ্ছা দেখি তোর ভালবাসা। আমার দুধের কেঁড়ে মাথায় বইতে পার্বি ?

হারাণ। খুব পার্বো।

হরি। নে তবে।

হারাণ। (দুধের ভাঁড় মাথায় করিয়া) চাই দুধ।

হরি। হাঁ পার্বি। চল্ আমার সঙ্গে চল্ পাড়ায় যোগান দিয়ে আসি। পার্বি তো ?

হারাণ। তুই পায়ে রাখ্লে সব পারবো।

(ধর কেঁড়ে মাথায় করিয়া নৃত্য ও
গীত।)

তোর পায়ে ধরি গয়লানী,
জ্বালাসনে আর অভাগারে
কর্ আমায় মেহের রাণী।
আমি মাথায় কোর্‌বো কেঁড়ে তোর,
ঘুরবো লোকের দোর দোর,
এ জীবনে তোরে ছাড়া কারেও আমি না জানি।
[উভয়ের প্রস্থান।



চতুর্থ দৃশ্য।

(মোহিনীমোহনের অন্তঃপুর।)

মোহিনী ও বিরজা।

বিরজা। হারুর বিয়ের জন্যে আমি ঘটকীর সঙ্গে কথা বার্ত্তা ঠিক ক'রেছি। বেশী কিছু দিতে হবেনা, মোটামুটী গয়না আর নগদ শ' তিনেক টাকা হ'লেই হয়।

মোহিনী। এত টাকা এখন কোথায় পাব বিরজা?

বিরজা। ভাইটার বিয়ের কথা বলিছি অমনি তোমার টাকায় আগুণ লেগে গেল? তোমায় বলে কেবল অপমান হওয়া বইতো নয়।

মোহিনী। অপমান তো তোমার সব কথাতেই হয়। কিন্তু ভেবে দেখ দিখিন্, হারুর মত ছেলেকে কোন্ ভদ্রলোকে মেয়ে দেবে?

বিরজা। তা যার কেউ নেই তার কি আর বিয়ে হয়না?

মোহিনী। থাকাথাকির কথা নয়। একজন ভদ্রলোকের মেয়েকে জেনে শুনে ওই ছেলের হাতে দিলে আমরাও সে পাপের ভাগী হব। তোমার গুণধর ভায়ার গুণ জান্‌চো তো ?

বিরজা। তুমিও এই কথা ব'ল্‌চো ? আমাদের মা বাপ নেই ব'লে যে যা ইচ্ছে তাই বলে, তুমিও ব'ল্‌তে ছাড়্‌লে না। তা বেশ, তুমি তোমার সংসার নিয়ে থাক। আমার মায়ের পেটের ভাই আমি তো তাকে ছাড়্‌তে পারিনি। তুমি বিয়ে না দাও, আমি যেমন ক'রে পারি তার বিয়ে দোব।

মোহিনী। তা দিতে পার দাও কিন্তু পাঁচজন ভদ্রলোকের কাছে আমাকে অপদস্থ কোরোনা। আমি এ বিয়ের কোন সম্পর্কে থাক্‌তে চাইনি।

বিরজা। মরুক আমার ভাই, চুলোয় যাক, আমি তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবো। নিজেও বিষ খাব। তুমি তোমার সংসার নিয়ে থাকগে।

[বেগে বিরজার প্রস্থান।

মোহিনী। কি মুস্কিলেই পড়িছি। একদিকে বিরজার মনস্তুষ্টি না ক'রে এ সংসারে টেঁকবার যো নেই, অন্যদিকে হারাণের মত গুণধর ছেলের বিয়ে দিয়ে ভদ্রলোকের মেয়ের ইহকাল পরকাল নষ্ট করাও মহাপাপ। কিন্তু দেখ্‌ছি মহাপাতকের ভয়ের চেয়ে বিরজার অসন্তোষের ভয় বেশী। বিষ খেয়ে মোর্‌বো ব'লে গেল তা পারে। ওর অসাধ্য কিছু নেই। যাই, আবার মান ভঞ্জন করিগে।

[মোহিনীর প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পথ।

(ঘটকগণের প্রবেশ ও গীত।)

আমরা করি ঘটকালি।
আমাদের ডাকলে পরে রয়না কারু ঘর খালি॥
আমরা খাই যদি গালাগালি,
তবু ব্যবসাদারী চাল চালি,
যে বাগানে ফোটেনা ফুল, সেখানেতে হই মালী।
ছেলে বুড়ো যুবো কি বালক,
আমরা সকলেরই হই ঘটক,
প্রজাপতির প্রসাদেতে ঘরে ঘরে আলো জ্বালি।

(জনৈক কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকের প্রবেশ।)

১ম ঘটক। মশাই কি চান্?

ভদ্র। আপনারা কি চান্?

১ম ঘটক। আমরা ঘটক, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ঘটাই। ছেলে মেয়ে, ছেলের মা, মেয়ের মা, সধবা বিধবা, বাড়ী, আনাড়ী, সব রকম পাত্র পাত্রীর বিবাহের যোগাযোগ করে দিতে পারি।

ভদ্র। আমি একটী সচ্চরিত্র পাত্র খুঁজ্ছি।

১ম ঘটক। বটে, বটে, আপনার কপাল সুপ্রসন্ন হয়েছে। নইলে স্বয়ং আমাদের সাম্নে এসে প'ড়্বেন কেন? (ভদ্রলোকের হস্ত ধরিয়া) আসুন আসুন, আমার সঙ্গে আসুন। বড় বড় বনিয়াদী ঘরের ছেলে আমার হাতে আছে।

২য় ঘটক। ওর সঙ্গে যাবেন না মশায়। দেখছেন না জোচ্চোর। ওর কোন পুরুষে ঘটকালি করেনি। আমার সঙ্গে আসুন। (ভদ্রলোকের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ।)

৩য় ঘটক। মশাই করেন কি? ও ছু বেটাই নাপ্তের ছেলে ক্ষুর ভাঁড় ছেড়ে ঘটকালি ধ'রেছে। এতে তো আর পুঁজি দরকার হয় না, যে সে ঘটক বলে পরিচয় দিয়ে ভদ্রলোকের জাত নষ্ট ক'চ্ছে। আমার সঙ্গে আসুন, আমরা পাঁচ পুরুষ ঘটকালি করে আসছি, আমাদের সমিতি আছে। এই নিয়মাবলী ছাপান দেখুন! যে রকম পাত্র দরকার পাবেন। (গলার চাদর ধরিয়া আকর্ষণ।)

ভদ্র। আমার পাত্রের দরকার নেই মশায়। ছেড়ে দিন। আমি নিজে দেখে শুনে মেয়ের বে দোব।

১ম ঘটক। জাতঃপাত হবে, মশায় জাতঃপাত হবে। ঘটকেই চিরদিন বিবাহের যোগাযোগ ক'রে থাকে। আপনি আমার যজমান। আমি আগে আপনাকে ধরেছি। আমার ঘট-কালি না দিয়ে যেতে পার্ব্বেন না।

২য় ঘটক। মশায়, নাপতের ছেলের হাতে ঘটকালি দিলে আপনার বিবাহ পণ্ড হবে।

৩য় ঘটক। আরে মশায়, আমাদের সমিতির উপর মেয়ের বিবাহের ভার দিন। নইলে নেহাৎ ঠোক্‌বেন।

ভদ্র। আমি যা ভাল বুঝি কোরবো। এখন আপনারা আমায় ছেড়ে দিন।

(ঘটকগণ ভদ্রলোকের হস্তদ্বয় ধরিয়া
গীত।)

ঘটকগণ। আমরা ছাড়্‌বেনা ছাড়্‌বোনা।
ঘটকালি না আদায় ক'রে একটী
পাও নড়্‌বোনা॥

১ম ঘটক। ঘটকচূড়ামণি আমি প্রজাপতির দাদা,
২য় ঘটক। ভুলোনাক চাতুরীতে হ'ওনাক হাঁদা,
৩য় ঘটক। মোদের সমিতিতে চাঁদা দিলে
বিয়ের ভাবনা থাকবেনা।
ভদ্র লোক। এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি
প্রাণে যেন মেরোনা।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্যালারামের বাড়ী।

(গজগামিনী ও ফুক্‌লীর প্রবেশ।)

গজ। ওমা, আমার এই মেয়ের নাকি বে হবেনা? পোড়া লোকের চোখে আগুন লাগুক, আমার এমন মেয়েকে বলে কিনা ফুচ্ছিৎ। দাঁত কোক্‌লা হ'লে কি মেয়ে কুচ্ছিৎ হয়গা। তোমরাই বল না? আহা, ফুক্‌লীর আমার দাঁত ওঠবার কি বয়েস হ'য়েছে? বাছা এখনও আধ আধ কথা কয়। কয় কি না কয় দেখ্‌বে? হ্যাঁগা তোমরা দেখ্‌বে গা? আচ্ছা দেখ। ওমা ফুক্‌লী—ওমা ফুক্‌লী।

ফুক। (আধ আধ ভাবে) আমা ডাকচিস মা, আ-মা।

গজ। দেখ্‌লে? আধ আধ কথা কয় কি না কয় শুন্‌লে তো? ওমা! এই মেয়ের যদি বে না হয় তো হবে কার?

ফুক। আমি নাকি খ্যাঁদা? আমার বুঝি নাক নেই?

গজ। ষাট্, ষাট্, শত্রুরের নাক খ্যাঁদা হোক্।

ফুক্। তবে আমার বিয়ে হ'চ্ছেনা কেন? মা, মা, আমি কিন্তু কুচ্ছিৎ বর নেবোনা। (নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া) এ মা গো কুচ্ছিৎ বরের কাছে ঘেঁস্‌বো কেমন কোরে গো? আমার গা বমি বমি কোর্ব্বে যে।

গজ। কোর্ব্বেনা মা, কোর্ব্বেনা।

ফুক। দেখিস্। তা হ'লে কিন্তু আমি রসাতল কোর্‌বো। বর যদি হয়, হয় কাকার মতন, না হয় ছোড়্দার মতন, নেহাৎ না হয় ও পাড়ার মেজবাবুর মতন হওয়া চাই। নইলে পছন্দ হবেনা কিন্তু।

গজ। ফুক্‌লীর আমার নিখুঁত পছন্দ। হাজার হোক ছেলে-মানুষ তো; একটু বয়েস পাক্‌লে ওর বাপের চেহারা মাথায় আন্‌তে পাত্তো। যা বল বাছা, এমন মেয়েকে যে যার তার হাতে দোব তা হ'চ্ছেনা। মুখ পোড়াকে পাঠিয়েছি ঘটক আন্‌তে, দেখি কি ক'রে আসে?

(মাতাল অবস্থায় প্যালারাম ও
ঘটকের প্রবেশ।)

প্যালা। বাবা ঘট-কচু-ভাগাণ! এই আমার গাই বাছুর দুই হাজির। আমার এই বাছুরটীর একটী এঁড়ে জুটিয়ে দিতে হবে বাবা।

ঘটক। এঁড়ে দুধ দেবে কেঁড়ে কেঁড়ে।

গজ। আবার মদ গিলে এসেছ মুখপোড়া, আবার একটা কাকে জুটিয়ে এনেছো?

প্যালা। রূপেয়া মে রূপেয়া আতা, আর ঘটকমে ভাতার আতা। এ বড় যে সে নয়, তোমার মেয়ের কোল যোড়া ক'রে দেবার ঘটক।

গজ। কথার ছিরি দেখ। মেয়ে র'য়েছে একটু সরম নেই। আর এ মিন্‌সেকে শুদ্ধু অন্দর মহলে ঢুকিয়েছে।

ঘটক। আমাদের না ঢুকুলে কি লোকের বংশ থাকে? আমরা ঘটক। প্যালারাম দা আমাদের এক গ্লাসের ইয়ার, ওর মেয়ে আর আমার মেয়ে একই।

গজ। ওমা, তুমি ঘটক—তাই বল।

ঝুক্‌লী। ওমা, ঘটক বুঝি এই রকম? তুমি যে ঠিক মানুষের মতন। ঘটক বুঝি মানুষের মতন হয়?

প্যালা। দেখ্‌লে তো ঘটক দাদা আমার মেয়ে বৃহস্পতির পুষ্যিকন্যে। এ'দের সংযোগ হ'লে বেটীর বুদ্ধি আঁক্‌ড়ে পাওয়া যাবেনা।

গজ। মরণ আর কি? মেয়েকে বলা হ'চ্ছে দেখ। লজ্জাও করেনা।

প্যালা। অবলা সরলা লজ্জাশীলা, ঘটক দাদা আমার নেহাৎ আপনার জন। ওঁকে লজ্জা করা একদম বেহায়ামি। তুমি ঘোম্‌টা টা আরও একহাত খুলে ফেল্‌তে পার।

ঘটক। কুছ পরোয়া নেই। দাদা প্যালারাম, তোমার বেটীর কুলুজীটা লিখে দাও। চল, আমি লিখে নিচ্ছি।

প্যালারাম। আমার মাথা বকাবে কেন বাবা। যা ব'ল্‌বে, গিন্নিকে বল, আমি ততক্ষণ দুম্লাশ টানি। তুমি বাবা বে অফ বেঙ্গলের (Bay of Bengal) সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দাওগে, আমার কোন আপত্তি নেই।

ঘটক। বেশ। গিন্নি, আমি যা জিজ্ঞাসা করি বল। মেয়ের নাম ?

গজ। ফুক্‌লী।

প্যালা। দূর শালী। সাধু ভাষায় বল্ "ফুক্‌লী সুন্দরী দাসী।" ঘটক দা, আমাকেই জিজ্ঞাসা কর।

ঘটক। মেয়ের বাপের নাম ?

প্যালা। আমি।

ঘটক। ঠাকুর দাদার নাম ?

প্যালা। মহীরাবণ।

গজ। ও নাম নয় গো, মহীরাবণ টাবন নয়। ওটা ফাঁক রেখে যাও।

প্যালা। কোন শালীর বুদ্ধি নেই! আমার বেটীর ঠাকুরদা হ'লে আমার কে হোল ?

ঘটক। তোমার বাপ্ হোল তো।

প্যালা। তবে লিখে নাও "আমার বাপ্।"

ঘটক। নামটা চাই যে। প্যালা দা, তোর বাবার নামটা কি বলে ফেল্‌না।

প্যালা। বাবার নাম ? তাইতো বাবা! বাবার নামটা ঠিক তো মনে পড়ে না ? ছেলে বেলায় শুনিছি, এই যে, এই,—

ঘটক। কাদের বক্স ?

প্যালা। কাদের বাক্‌সো না রে দাদা, হিঁদুর মতন নাম। বকাউল্লা ? না তাও তো নয় ? বাবার নাম—বাবার নাম, সখারাম ঘনশ্যামী আয়ার কিম্বা রহিম বক্স বগলা এই রকম।

ঘটক। যাক্, কি জাত লিখ্‌বো ?

প্যালা। ইহুদী লেখো। পরীর বাচ্ছা মেয়ে, জাত্ ইহুদী। এই কথা বল্লে মোটা মোটা খ'দ্দের পাবে।

ঘটক। আচ্ছা, আমার লেখা হ'য়েছে। এখন পাত্র দেখ্‌তে যাবে কে ?

ফুক্‌লী। আমি যাব আর মা যাবে।

প্যালা। চোপ্‌রাও শালীরা। খোপের ভেতর বক্ বকম্ কর। ঘটকদা যখন পাত্র দেখেছে তখন আর কারও দেখবার দরকার নেই।

গজ। ছেলের নাম—কি ?

ঘট। হারাণ।

প্যালা। পেশা অষ্টপ্রহর নেশা।

ফুক্‌লী। আমার বর খুব সুন্দর চাই কিন্তু। না হ'লে বমি হ'য়ে যাবে।

ঘট। জোড়া মিলিয়ে ছাড়্‌বো, ভয় নেই।

[সকলের প্রস্থান।





দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(মোহিনীমোহনের অন্তঃপুর।)

বিরজা ও মোহিনী।

বিরজা। দেখ বার বার তিনবার। ঘটককে আসতে বলিছি। এবার যদি তুমি কারুর বিয়ে না দাও, তা হ'লে নিশ্চয়ই গলায় দড়ি দিয়ে মোরবো।

মোহিনী। বিয়ে দিতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু শেষকালের ভোগ তোমায় ভুগ্‌তে হবে।

বিরজা। ওগো তখন দেখো, বিয়ে হ'লে সব সেরে যাবে।

মোহিনী। সেরে যায় ভালই। কিন্তু আমি আগাগোড়া ব'লে যাচ্ছি, শেষকালে আমায় দুষ্‌তে পারবে না।

বিরজা। কিসের এত ভয় কোচ্ছ বল দিখিন। সত্যি সত্যি হাঁক কি আর অমনি থাক্‌বে? বেটাছেলে বিয়ে না হ'লে ও রকম হ'য়ে থাকে।

মোহিনী। অতটা অধঃপাতে যে যায় তার কোনকালে শোধ্‌রাবার আশা থাকেনা। তবে শোধরায়, ভাল কথা।

বিরজা। ঘটক ব'লছিল, মেয়েটী সুন্দরী, মা বাপ আছে, কিছু দিতে থুতে হবেনা, তবে ঘটকালি একশো টাকা তাকে দিতে হবে। এমন সুবিধে আর কোথায় পাবে বল?

মোহিনী। নিশ্চয়ই তার ভেতর কোন গলদ আছে। নইলে ছেলে দেখ্‌লেনা, ছেলের বাড়ী, ঘর, অবস্থা দেখ্‌লেনা। ঘটকের কথায় বিশ্বাস কোরে মেয়ে দিচ্ছে?

বিরজা। তা কি অমন হয়না? ঘটক এলে তার মুখে সব শুন্‌তে পাবে। এই যে ব'লতে ব'লতেই আস্‌ছেন। আমি দোরের পাশে রইলুম, দেখো এ সুবিধে ছেড়োনা।

[বিরজার প্রস্থান।

(ঘটকের প্রবেশ।)

ঘটক। প্রণাম হই মশাই।

মোহিনী। আসুন, ব'স্‌তে আজ্ঞা হোক্‌।

ঘটক। ব'ল্‌ছিলুম, আশীর্ব্বাদটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেল্‌লে হোতনা?

মোহিনী। আমার আর অমত নেই। পাত্রী দেখার আর আশীর্ব্বাদের ভারটা আপনারই ওপর রইলো। একটা দিনস্থির ক'রে কার্য্য সম্পন্ন করন।

ঘটক। বেশ বেশ বাবুজী। এখন পাত্রটীকে একবার দেখা হোলোনা তো।

মোহিনী। আচ্ছা আপনি বৈঠকখানায় বসুন, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

ঘটক। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(মোহিনীমোহনের বাড়ী।)

বিরজা ও হারাণ।

বিরজা। আজ বিয়ের দিন, আমার মাথা খাস্ নেশা টেশা করিসনি। বিয়ে হোয়ে যাক্, তারপর যা ইচ্ছে করিস্।

হারাণ। মাইরী দিদিমণি, কোন শালা আজ নেশার ত্রিসীমানায় যাবে।

বিরজা। ভদ্দর লোকের যায়গায় বেয়াদবি করিস্নি, যেন মান থাকে।

হারাণ। খুব থাক্বে।

বিরজা। আমি যাই, চন্দন ঘসিগে। গোধুলি লগ্নে বিয়ে, দেখিস্ কোথাও যাস্নি।

হারাণ। তা কি যাই।

[বিরজার প্রস্থান।

হারাণ। অনেকদিন মদের মুখ দেখিনি প্রাণ হাঁপাচ্ছে বাবা। উঃ কি করি।

(নেপথ্যে "চাই সরাপ")

কি সরাপ বাবা ? ক'লকেতা সহরে ফেরি ক'রে মদ বিক্রী ? সুরাদেবী পায়ে হেঁটে এসে আমায় স্মরণ কচ্চেন। থাকগে পড়ে বিয়ে, আগে প্রাণ ঠাণ্ডা করে আসি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বিবাহ সভা

(টোপর মাথায় মাতাল হারাণ ও পার্শ্বে ফুকলী।)

হারাণ। কি বেয়াদব বউ বাবা তুমি, ঘোমটাও দিলে না ?

ফুকলী। তুমি ঘোমটা দাওনা কেন ? আমি বাবাকে দেখে ঘোমটা দিইনি, তুমি তো তুমি।

হারাণ। আমি তো আমি, বটেই তো? খুব জবর বউ পেইছি বাবা। বউ! তোমার নাম?

ফুক্‌লী। ফুক্‌লী।

হারাণ। আহা আমার মিছরির রসে সরুচুক্‌লী।

(প্যালারামের প্রবেশ।)

হারাণ। এ কে বাবা?

ফুক্‌লী। এ আমার বাবা।

হারাণ। এ তোমার বাবা। এ যে আমার প্যালা দা। আমরা যে একগ্লাসে ইয়ার্কি দিইছি।

প্যালা। এ কে বাবা! হারু খুড়ো? জামাই অবতার হ'যে আমার বেটীর সঙ্গে কদমতলায় দাঁড়িয়েছ, বেশ বেশ আজ কি আমোদের দিন!

হারু। প্যালা দা রে—

প্যালা। হারু খুড়ো! আর একপাত্র টেনে শ্বশুর জামাইতে কৃষ্ণ বলরাম হ'য়ে দাঁড়াই।

(উভয়ে গলা জড়াইয়া দণ্ডায়মান ও গীত।)

প্যালা। জোড়ের পায়রা আমরা দুটী
এক গ্লাসের ইয়ার,
ভোল ফিরিয়ে হারু খুড়ো
জামাই অবতার।

হারু। বন থেকে বেরুল টিয়ে
দাদা প্যালারাম,
ইয়ার ছিল শ্বশুর হোল
বিধি নহে বাম,
যেন গৌর নিতাই শ্বশুর জামাই,
মাণিকজোড়ে একাকার।

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত

বেল্লিক বুড়ো।

(প্রহসন।)

শ্রীযামিনীচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

কলিকাতা,—১০৬ নং অপার চিৎপুর রোড,
"মজুমদার লাইব্রেরী" হইতে
শ্রীনুটবেহারী মজুমদার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা;
১০৬ নং অপার চিৎপুর রোড, "মজুমদার প্রেসে"
শ্রীনুটবেহারী মজুমদার দ্বারা মুদ্রিত।
১৩১৯।

মূল্য ।০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

আমরা সকল রকমই সঙ্গীত নূতন রকমে প্রস্তুত করিলাম প্রত্যেক সঙ্গীতের গান অন্য সঙ্গীতে নাই জানিবেন, সকল সঙ্গীত কিনিলে প্রায় ৩০০০ হাজার গান পাইবেন।

বৃহৎ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন	।০	ঘোমটা সঙ্গীত	৵০
বৃহৎ শ্যামা সঙ্গীত	।০	সখী সঙ্গীত	৵০
বৃহৎ বাউল সঙ্গীত	।০	বালক সঙ্গীত	৶০
নীলকণ্ঠ পদাবলী	৶০	নীলকণ্ঠ গীতাবলী	৶০
রামপ্রসাদী সঙ্গীত	।০	নিকল সঙ্গীত	।০
সখের সঙ্গীত	৶০	বহুরূপী সঙ্গীত	।০
বাসর সঙ্গীত	৶০	নাচ গান শিক্ষা	।০
বৈঠকী সঙ্গীত	৵০	গীত বাদ্য শিক্ষা	।৵০
(ছোট) হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন	৵০	টপ কীর্ত্তন	।০
(ছোট) শ্যামা সঙ্গীত	৵০	হারমনিয়ম শিক্ষা	৷৷০
(ছোট) বাউল সঙ্গীত	৵০	যুবতী সঙ্গীত	৵০
মজলিস সঙ্গীত	৵০	সোহাগ সঙ্গীত	৵০
(ছোট) থিয়েটার সঙ্গীত	৵০	চুম্বন সঙ্গীত	৵০
অপেরা সঙ্গীত	৵০	সৌখিন সঙ্গীত	৵০
যৌবন সঙ্গীত	৵০	আগমনী সঙ্গীত	৵০
প্রেম সঙ্গীত	৵০	রসিক সঙ্গীত	৵০
রহস্য সঙ্গীত	৵০	ন্যাড়ানেড়ী টপ্পা	৵০
বিরহ সঙ্গীত	৵০	দাশরথী	।০
নিধুবাবুর টপ্পা	৵১০	বাইজি সঙ্গীত	৵০
বিদ্যাসুন্দর টপ্পা	৵০	অপ্সরা সঙ্গীত	৶০
প্রণয় সঙ্গীত	৵০		

শ্রীনুটবেহারী মজুমদার।

১০৬ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

আনন্দমোহন	...	...	জনৈক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ।
রামশঙ্কর	...	...	ঐ বন্ধু।
মাখনলাল	...	...	ঐ প্রতিবেশী।
রামহরি	...	...	মাখনের বন্ধু।
নিধিরাম	...	...	মাখনের ভৃত্য।
মাণিক	...	...	জনৈক ভণ্ড।

পাহারাওয়ালাদ্বয়।

স্ত্রীগণ।

ত্রিপুরা সুন্দরী	...	...	আনন্দমোহনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।
ঝি	...	...	

বেলফুলওয়ালী।

প্রসিদ্ধ "ডিটেকটিভ কাহিনী" পর্য্যায়

গাবান চুরি	।৶০
রঘু ডাকাত	১৲
মনের টান	॥০
সাফাই চুরি	৶০
কালনাগিনী	।৶০
নারী অরি	৸০
বাহাদুর চোর	।৶০
উইল জাল	।৶০
ডবল খুন	।৶০
গুম্ খুন	।০
বিষম খুন	।০
শিবে ডাকাত	॥০
সখের বিয়ে	।৶০
কৃষ্ণবসনা সুন্দরী	৸০
মিলন-কানন	॥০
চোর ও পুলিশ	।০
চোর চক্রবর্ত্তী	।০
দেবীবালা	।০
অদল-বদল	৶০
ভীষণ নারী-হত্যা	।০
ভ্রাতৃ-হত্যা	।০
কেশে ডাকাত	।৶০